জাতীয় পাট দিবস-২০১৭ ও বহুমুখী পাটপণ্য মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ০৯ মার্চ ২০১৭, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ,
পাটখাতের উদ্যোক্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় পাট দিবস-২০১৭ ও বহুমুখী পাটপণ্য মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। মার্চের এদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। একইসঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

এবারই প্রথম পাট দিবস পালিত হচ্ছে। পাটের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করার জন্য এই দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এক সময় পাটকে বাংলার সোনালি আঁশ বলা হত। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনে পাট এবং পাটশিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কারণ তৎকালীন পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৩ ভাগের ২ ভাগ আসত পাট খাত থেকে। কিন্তু সে আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে। ৬-দফা আন্দোলনের ঘোষণায় জাতির পিতা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বলতে গিয়ে পাটের অবদানের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। পাটকলের, বিশেষ করে আদমজী পাটকলের, শ্রমিক ভাইয়েরা সব সময়ই বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিতেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে পাটখাতের সার্বিক বিকাশে বঙ্গবন্ধু পৃথক পাট মন্ত্রণালয় স্থাপন করেন এবং পাটকলগুলোকে জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৪ সাল জাতির পিতা পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরই) প্রতিষ্ঠা করেন। পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি সংস্থা 'বিজেএমসি' গঠন করা হয়।

কিন্তু '৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর অন্যান্য খাতের মত পাটখাতেও নেমে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। লোকসান দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া পাটকলগুলোকে। পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ৮৭টি পাটকল ছিল। এরমধ্যে ৬০টি বিক্রি করা হয়েছে। অধিকাংশ মিলই বিক্রি করা হয়েছে নামমাত্র মূল্যে। লুট-পাটের মহোৎসব হয়েছে।

সর্বশেষ এই প্রক্রিয়ার ষোলকলা পূর্ণ করেন বিএনপি-জামাত জোট সরকার। যুদ্ধাপরাধী নিজামী শিল্পমন্ত্রী হয়ে ২০০২ সালের ৩০শে জুন এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী মিল বন্ধ করে দেয়। মিলের যন্ত্রপাতি লোপাট করা হয়। এতে মিলের প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েন।

পাট চাষীরা পাটের দাম না পেয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। সে সময় বিএনপি-জামায়াত সরকার বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরনত ১৭ শ্রমিকসহ ২১ জনকে হত্যা করে। বাংলার সোনালি আঁশ পাটকে খালেদা-নিজামী কৃষকের গলার ফাঁস বানিয়ে দেয়।

সুধিবৃন্দ,

২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা পাটখাতের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নেই। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও পাটশিল্প উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১১ সালে ১৮৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যয়ে 'উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় দেশের ২০০ উপজেলায় ২ লক্ষাধিক কৃষককে উফশী, ৮ লক্ষাধিক কৃষককে তোষাজাতের বীজ, কীটনাশক ও সার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৮০ হাজার কৃষককে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আমরা বন্ধ থাকা বস্ত্র ও পাটকলসমূহ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা বন্ধ থাকা খুলনার খালিশপুর জুটমিল, সিরাজগঞ্জের কওমী জুটমিলসহ ৫টি পাটকল ও ২টি বস্ত্রকল চালু করেছি। এতে প্রায় ২১ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার পর বাংলার সোনালি আঁশ আবার সুদিন ফিরে পেতে শুরু করেছে। পাটের ব্যবহার অতীতের দড়ি, চট, ছালা, বস্তা বা বাজারের ব্যাগ তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের নামীদামী কোম্পানির অত্যাধুনিক মডেলের গাড়ির ভেতরের বাক্স, বডি ও অন্যান্য উপাদান তৈরির কাঁচামাল হিসেবে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পাট। আমাদের তৈরি 'জুট জিও টেক্সটাইল' বাঁধ নির্মাণ, মাটির ধ্বস প্রতিরোধ এবং রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

পাটের তৈরি আধুনিক বিলাস সামগ্রী এখন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শোভা পাচ্ছে। সৌখিন আসবাব তৈরির সামগ্রী, পায়ের জুতো থেকে শুরু করে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, স্যুট, শার্ট, প্যান্ট, অন্যান্য কাপড়-চোপড়সহ নানাকিছুই তৈরি হচ্ছে পাট থেকে। রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের ১৩০টিরও বেশি দেশে। গত বছর দেশের পাট ও পাটপণ্যের রপ্তানি আয় ছিল সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে কাঁচা পাটের দাম মণপ্রতি ১ হাজার ৮শ থেকে ২ হাজার ২শ' তে দাঁড়িয়েছে।

প্রযুক্তির এযুগে এখনও পাটের সেই অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নতমানের পাট উৎপাদন করি। আমরা পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং রপ্তানিতে প্রথম স্থানে রয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

জাতিসংঘ ২০০৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তুবর্ষ' ঘোষণা করে। আমাদের সরকার পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য **'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০'** এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে ১৭টি পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি 'পাট আইন' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

সারাবিশ্বে কৃত্রিম তন্তু এবং পলিথিন ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় একটা সময় পাটের চাহিদায় ভাটা পড়েছিল। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্যও আমরা কিছুটা ধান উৎপাদনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতির স্বার্থেই পাটশিল্পকে জাগিয়ে তুলতে হবে। পাট একটি শ্রমঘন খাত। চাষী পর্যায়ে যেমন এখাতে প্রচুর কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, আবার বিপনন, পরিবহন এবং পণ্য উৎপাদন পর্যায়েও বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

সবদিক থেকেই পাট পরিবেশ-বান্ধব। পাট চাষ করলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। শস্য পর্যায় বা ক্রপ রোটেশনের জন্য পাট সবচেয়ে উপযোগী ফসল। অব্যাহতভাবে ধান চাষের ফলে আমাদের অনেক এলাকার জমির উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। জমির উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে পাটের আবাদের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্তু সেজন্য কৃষককে পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'কপ-২১' সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকার করেছেন। পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে।

পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং পাটের উন্নত চাষাবাদের জন্য আমাদের গবেষকরা কাজ করছেন। আমাদের বিজ্ঞানী মরহুম ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে **পাটের জিন রহস্য** উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে পাটের উন্নত চাষাবাদের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা পাটের **মেধাসত্ত্ব অধিকার (Patent right)** পেয়েছি। এখন দরকার পাটকে ব্রান্ডিং করা। পাট দিয়ে বাংলাদেশকে চেনানো।

পাটের বহুমুখী ব্যবহারের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের মাধ্যমে এ লক্ষ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে বছরে পাটের ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। দেশীয় বাজারে এখন ২৫ লাখ বেল কাঁচা পাটের বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বস্ত্র ও পাট খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। আমাদের মোট জাতীয় রপ্তানির ৮২ ভাগ আসে বস্ত্রখাত ও ৫ ভাগ আসে পাটখাত থেকে। পাটচাষ থেকে পাটপণ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

পাটের সম্ভাবনাকে যদি আমরা পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারি, তবে আমাদের রপ্তানি আয় অনেক বেড়ে যাবে।

অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে জেগে উঠার সকল সহায়ক পরিবেশ ও ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিময়, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আমরা আপনাদের সকলকে নিয়ে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে আগামী প্রজন্মের জন্য জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে চাই।

আমাদের সোনালি আঁশ দেশের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে-এই প্রত্যাশা করে ‘পাট দিবস-২০১৭’ এবং বহুমুখী পাটপণ্য মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সকলকে আবার ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...